গৃহদাহ

নিউ থিয়েটার্স

গৃহদাহ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
'গৃহদাহ' উপন্যাস হইতে
চিত্রান্তরিত

নিউ থিয়েটার্স লিঃ
কলিকাতা

চরিত্র

গৃহদাহ

অচলা	...	যমুনা
মৃণাল	...	মলিনা
সুরেশ	...	বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
মহিম	...	প্রমথেশ বড়ুয়া
কেদারবাবু	...	অমর মল্লিক
		কৃষ্ণচন্দ্র দে

এবং

হরিমতি
বোকেন চট্টো
অহি সান্যাল
ইন্দু মুখার্জ্জী
শোর
পৃথিরাজ
সিতারা
কৃষ্ণ দাস
অনুপম ঘটক
কিদার

*

শিল্পী

পরিচালক			প্রমথেশ বড়ুয়া
সহঃ	...	...	ফণি মজুমদার
			বিভূতি চক্রবর্ত্তী
চিত্রশিল্পী	...	...	বিমল রায়
			অমূল্য মুখার্জ্জী
শব্দযন্ত্রী	...	...	মুকুল বসু
			শ্যামসুন্দর ঘোষ
সঙ্গীত পরিচালক	...	...	রাইচাঁদ বড়াল
			পঙ্কজ মল্লিক
সম্পাদক	...	...	সুবোধ মিত্র
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	...	সুবোধ গাঙ্গুলী
দৃশ্যপট ইত্যাদি	...	...	অনাথ মৈত্র পুলিন ঘোষ
সঙ্গীত রচয়িতা	...	...	অজয় ভট্টাচার্য্য

গৃহদাহ

"মহিম-অচলায় বিবাহ!"·····

এ মহিমের বন্ধু সুরেশের কাছে অসহ্য—কারণ অচলা ভিন্ন সমাজের। মহিম যে শুধু এক নারীর মোহে নিজের সমাজকে ত্যাগ করিতে বসিয়াছে—এই চিন্তা অস্থিরচিত্ত সুরেশকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল।

সুরেশ বলে—"কি আছে তাদের—?" কিন্তু মহিম যে তর্ক করেনা!—তাই সুরেশ শেষে অচলার পিতা কেদারবাবুর নিকট গিয়া সাংসারিক দুরবস্থার কথা পাড়িয়া বসিল। বৃদ্ধ কেদারবাবু ত' অবাক হইয়া বসিয়া পড়িলেন। "কৈ—আমি ত' এসব কিছুই জানিনা।" অচলা আসিয়া তাঁহাদের আলোচনায় যোগদান করিল। কেদারবাবু তাঁর কন্যাকে মহিমের সব কাণ্ড শুনাইয়া দিয়া অন্যত্র কাজে চলিয়া গেলেন। সুরেশ আবার অচলাকে এ-বিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কের বন্যায় ভাসাইবার চেষ্টা করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়া বসিল, যে, তা'র বন্ধু মহিম মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক—কারণ নিজের সাংসারিক অবস্থা গোপন করিয়া সে বিবাহ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। অচলা বলিল—"কিন্তু সুরেশবাবু! তিনি ত মিথ্যা কথা বলেন না।" অচলা সবই বলিল—কোথায় দেশ—কোন গ্রামে বাড়ী—সেখানে একখানা ভাঙ্গা কুঁড়ে ... ... অচলা জানিত সবই কিন্তু, কেদারবাবু পাছে মহিম গরীব বলিয়া বিবাহে অসম্মতি করেন, সেইজন্যই সে তার বাবাকে এসব কিছুই জানায় নাই।

সুরেশের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। একটা ইস্কুলে পড়া মেয়ে—যে ইংরেজীতে নাম লিখ্‌তে পারে, সে যে জানিয়া শুনিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিতে পারে, এ ধারণাই তা'র কখনও ছিল না। এক মূহুর্ত্তে সুরেশের সব বিদ্বেষ কোথায় যেন উড়িয়া গেল। শ্রদ্ধায় তার মন ভরিয়া উঠিল! সে ছুটিল মহিমের কাছে—তাকে ধরিয়া আনিতে, আর তার কাছে অচলার বিষয়ে কটূক্তি করিয়াছে বলিয়া ক্ষমা চাহিতে।

মহিম থাকে মেশে—সে দেশে চলিয়াছে। সুরেশের কাছে সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, যে, অন্ততঃ একমাস সে অচলার সঙ্গে দেখা করিবে না, কারণ তা'র বন্ধুর ধারণা, যে, একমাসেই তা'র মোহ কাটিয়া যাইবে। সুরেশ আসিয়া

বলিল—"বন্ধু—ঘাট হইয়াছে—তুমি অচলার কাছে যাও—সে হয়ত তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে।" সুরেশের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া মহিম প্রথমে বিস্মিত হইল—তারপর তা'র হাসি পাইল। বলিল—"বাড়ীতে খুব দরকার আছে।" সে বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল।

বেচারী সুরেশ! সে আবার ছুটিল অচলার কাছে। সে সব কথা বলিল—বলিল যে মহিমকে সেই ত প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিল যে অন্ততঃ একমাস যেন সে অচলার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে।

অচলা হাসিয়া বলিল "সুরেশবাবু,—আপনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে পুরুষের পক্ষে ভুলিতে একমাসই যথেষ্ট।" সুরেশ নারী সম্বন্ধে তা'র নির্ব্বুদ্ধিতা এক নারীর কাছেই স্বীকার করিল। উচ্ছ্বাসের আবেগে সে অচলার হাত ধরিয়া ক্ষমা চাহিল।

স্থরেশের নারীর সংস্পর্শ এই প্রথম। সে নিজেকে সামলাইতে পারিল না। এই মহিম সম্পর্কে অচলার সহিত অবাধ মেলামেশার ফলে স্থরেশ গোপনে অচলাকে ভালবাসিয়া ফেলিল।

কেদারবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি দেখিলেন স্থরেশ শিক্ষিত এবং ধনশালী। তাঁ'র মনের কোণে স্থরেশকে জামাতা হিসাবে পাইবার বাসনা জাগিয়া উঠিল এবং উঠিতে-বসিতে তিনি সেই ভাবের ইঙ্গিত দিতে আরম্ভ করিলেন। বিপদে পড়িল অচলা।

মহিম কাছে নাই। কাহাকে কি বলিবে। মহিম তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। পিতার অনুরোধ—কতদিন আর এড়াইবে? একদিন স্থরেশ তাহার

বিবাহে প্রতিশ্রুতি চাহিয়া বসিল। পিতার মুখের দিকে চাহিয়া অচলা সম্মতি দিল। ঠিক সেই সময়েই সেখানে মহিম আসিয়া উপস্থিত।

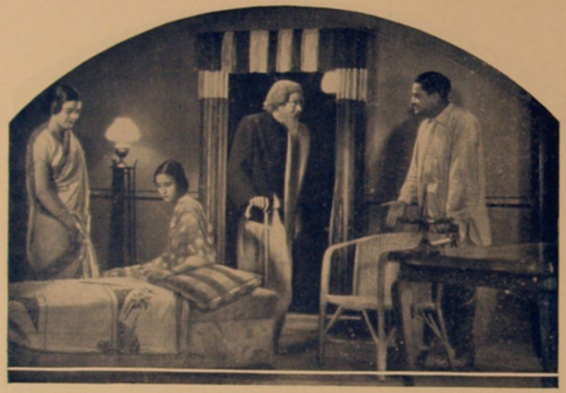

সে ত' স্থরেশকে দেখিয়া অবাক। স্থরেশকে মহিম জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে! তুমি এখানে যে—" স্থরেশ কি যে কতগুলা কথা অনর্গল বলিয়া গেল, মহিমের তা বোধগম্য হইল না। অচলাকে জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি?"

অচলা বলিল—"বাবাকে জিজ্ঞাসা করিও।" স্থরেশ, অচলা, একে একে তাহাকে একা ফেলিয়া চলিয়া গেল। মহিমও সেখান হইতে অমনি ফিরিয়া বাড়ী বলিয়া রওনা হইল। অচলা তাহাকে আবার ডাকিয়া আনিয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। তাহার হাতে এক আংটি পরাইয়া অচলা বলিল—"আর আমি ভাবতে পারিনা। এইবার যা করবার তুমিই করো।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কেদারবাবুর বসিবার ঘর। কেদারবাবু কৌচে বসিয়া। স্থরেশ অযথা উত্তেজিত হইয়া পায়চারী করিতেছে। অচলা এক কোণে বসিয়া আছে। মহিম ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। কেদারবাবু মহিমকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বিবাহের উপযোগীতা বুঝাইতে লাগিলেন। শেষে বলিয়া বসিলেন যে "অন্ত

কোনও বাপ হইলে, তুমি যে ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করিয়াছ, তাহাতে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হইয়া যাইত—তুমি জানো ?"

নম্র মহিম বিনীতভাবে সব অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল—কিন্তু আজ অচলা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার পিতার ষড়যন্ত্র, সুরেশের বিশ্বাসঘাতকতা, তাহার উপর মানসিক উৎপীড়ন—সকলের বিরুদ্ধে অচলার নারীত্ব আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সে আজ স্পষ্টই মহিমের হইয়া পিতার সহিত তর্ক করিল—সুরেশের সহিত তর্ক করিল। অস্থিরমতি সুরেশ ক্রোধে অন্ধ হইয়া অচলা এবং কেদারবাবুকে অপমানের চূড়ান্ত করিয়া চলিয়া গেল। অচলা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল। মহিম অবাক হইয়া গেল। কেদারবাবু ভাবিলেন যে সুরেশ কি সাংঘাতিক লোক। মহিম অচলায় বিবাহ হইয়া গেল।

মহিম অচলাকে লইয়া আসিল তাহার গ্রামের কুটীরে। গ্রামের কবিত্ব সহরে ভাল শোনায়। অচলারও তাই শুনাইত। সত্যই সহরের লোক গ্রামে আসিয়া নানা অসুবিধায় পড়িল। কিন্তু সবই সহিয়া যাইত, যদি না আসিত মৃণাল। মহিমের পিতার আশ্রয়ে প্রতিপালিতা মৃণাল মহিমকে দাদা বলিয়াই ডাকে ও সেই ভাবে ঠাট্টা তামাসাও করিয়া থাকে। অচলাকে দেখিয়া মৃণাল ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বসিল—"সেজদি" পাতাইয়া লইল। তারপর সেজদির সামনে মহিমকে লইয়া কত ঠাট্টা। অচলা কিন্তু ভুল বুঝিল। এই সরল গ্রাম্য বালিকার নির্দ্দোষ ঠাট্টা তামাসা তাহার ভাল লাগে না। মহিমের সঙ্গে মৃণালের একবার বিবাহের কথা হয়—তাই লইয়া রসিকতার আর অন্ত নাই। সহরের শিক্ষিতা মেয়ের কানে সে রসিকতাগুলো অন্য ভাবে উপস্থিত হইল। অচলার মনে সন্দেহ জাগিল, আর এই সন্দেহই হইল তাহার কাল।

মৃণাল বুঝিতে পারিল। সে নিজে হইতেই চলিয়া গেল। মহিম দুঃখিত হইল। অচলা রাগ করিল, অভিমান করিল। সে অভিমান মহিম ভাঙ্গাইল না। অভিমান ভাঙ্গাইতে সে জানিতও না।

একদিন সুরেশ আসিয়া উপস্থিত। অচলা তার মনের সমস্ত গোপন অভিমান সুরেশকে জানাইয়া বসিল। অচলা সুরেশকে সহায় পাইয়া মহিমের সঙ্গে ঝগড়া করিল। তর্কে তর্কে মহিমকে বলিল যে তার মহিমকে বিবাহ করা ভুল হইয়াছে। মহিম ঠাট্টা করিয়া বলিল—"তাই ভাগের কারবারে সুবিধা হ'ল না ব'লে দোকানপাট তু'লে ফিরে যেতে চাইছ—না ?"

অচলা বলিল—"হাঁ।"

মহিম বলিল—" বেশ ত, যাও "।

রাগিয়া অচলা সুরেশকে বলিল—" যাকে ভালবাসিনা তা'র ঘর করবার জন্যে আমায় এখানে ফেলে রেখে যেও না।"

সুরেশ মহিমকে শাসাইল। বলিল—"জানো মহিম, ইনি একজন ভদ্রমহিলা। এঁর ওপর পাশবিক বলপ্রয়োগ করবার তোমার কোনও অধিকার নেই।" প্রশান্ত মুখে মহিম, পরদিন সকালের ট্রেণেই তাহাদের নিজে গিয়া তুলিয়া দিয়া আসিবে, এই প্রতিশ্রুতি দিল।

সেই রাত্রেই মহিমের বাড়ী—এই বিশাল সংসারে তার একমাত্র আশ্রয়—পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

অচলাকে যাইতে হইল। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অচলা তার স্বামীকে ছাড়িয়া কলিকাতা চলিয়া গেল। সঙ্গে চলিল সুরেশ, আর তার ঝি। কেদারবাবু ত' চটিয়া অস্থির—"আবার সুরেশ!" 'বাড়ী পুড়িল"—"মহিম আসিল না।" সব যেন তাঁহার গোলমাল হইয়া গেল!

মহিম রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। সুরেশ তাহাকে তাহার কলিকাতার অট্টালিকায় আনিয়া অজস্র খরচ করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিল। মৃণাল সঙ্গে আসিয়াছিল। অচলা আসিয়া তাহার স্বামীর পায়ে কাঁদিয়া পড়িল। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহারা মহিমকে বাঁচাইল।

মহিম এখন অনেকটা সারিয়া গিয়াছে। মৃণাল তাহার দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। কেদারবাবু জব্বলপুরে তাহার এক বন্ধুর বাড়ীতে মহিমকে হাওয়া

পরিবর্ত্তনের জন্য পাঠাইবেন ঠিক করিয়াছেন। সঙ্গে যাইবে একা অচলা। অচলার প্রাণে নারীত্বের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—সে তাহার রুগ্ন স্বামীর সমস্ত ভার লইয়া যাইতেছে।

যাইবার দিন ষ্টেশনে হঠাৎ সুরেশ আসিয়া হাজির। সে বলিয়া বসিল যে সেও যাইবে। তারও শরীরটা বিশেষ ভাল নয়।

যেন একটা অস্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল। মেয়ে কামরায় অচলা—আর এক কামরায় সুরেশ আর মহিম। প্রত্যেক বড়

ষ্টেশনে সুরেশ নামিয়া অচলার জন্য চা-খাবার আনিয়া অচলাকে অস্থির করিয়া তুলিল। অচলার সঙ্গে ট্রেণে বীণা বলিয়া একটি মেয়ের পরিচয় হইল। তাহারা ডিহ্‌রীতে যাইবে।

ট্রেণ চলিয়াছে। বীণা ডিহ্‌রীতে নামিয়া গিয়াছে। অনেক রাত্রি। বৃষ্টি পড়িতেছে। অচলা একা সেই মেয়ে কামরায় ঘুমাইতেছে। হঠাৎ সুরেশ আসিয়া তাহাকে জাগাইল। বলিল—"শিগ্‌গির নেমে এসো। এই ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী বদলাতে হবে।" সেই ঝড়বৃষ্টিতে সুরেশ অচলাকে অন্য একটি ট্রেণের কামরায় বসাইয়া মহিমকে আনিতে যাইবে বলিয়া চলিয়া গেল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। সুরেশ ছুটিয়া আসিয়া সেই গাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

অচলা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল মহিমের কথা। উত্তর পাইল এক পৈশাচিক উল্লাসের বিকট হাসি। সুরেশ তাহাকে জানাইয়া দিল, যে, মহিম সে

গাড়ীতে নাই। অচলা জিজ্ঞাসা করিল—"তবে আমরা কোথায় চলেছি?" সুরেশ বলিল—"বোধ হয় সশরীরে নরকে।" তার পর ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল যে "অচলা—তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছো।"

সুরেশ তাহার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে উত্তেজনার বসে এক সর্ব্বনাশ করিয়া বসিল। নিশ্চল—নির্ব্বাক—অচলা নিজের সর্ব্বনাশ উপলব্ধি করিল। আর

সুরেশ যখন তাহার ভুল বুঝিতে পারিল, তখন যে ভুল সংশোধনের পথের অনেক বাহিরে।

অচলা ডিহ্‌রীতে নামিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশও নামিল।

দিন যায়। দেখিতে দেখিতে এমন অনেক দিনই কাটিয়া গেল। সুরেশ ও অচলা ডিহ্‌রীতেই বাস করে। লোকে জানে তাহারা স্বামী-স্ত্রী। মহিম দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। কেদারবাবু সব শুনিয়া ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন। মহিম কলিকাতায় গিয়া কোথায় একটা মাষ্টারি যোগাড় করিয়া লইয়াছে।

ডিহ্‌রীতে একদিন সুরেশ আর অচলা বীণাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। সেখানে হঠাৎ তাহাদের ছেলেদের নূতন মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। অচলা আর মহিম। অচলা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

ডিহ্‌রীর কাছে মাঝুলীতে প্লেগ। সুরেশ মাঝুলী চলিয়া গেল রোগীর সেবা করিতে—অচলার অনিচ্ছাসত্ত্বেও। সে আজ মরিতে চায়—কারণ "মন ছাড়া যে দেহ, তাহার ভার বহিবার মত শক্তি তা'র নাই।" সুরেশকে প্লেগে ধরিল। তাহার জীবনের সায়াহ্নে আজ দুইটী প্রাণী তার পাশে—তাহারা তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে। মহিম আর অচলা। সুরেশ মরিয়া গেল। রহিল অচলা আর মহিম।

মহিম চলিয়াছে। অন্ধকার রাত্রি—অচলা পিছনে ছুটিয়াছে। অচলা মহিমকে প্রশ্ন করে—"আমি কি করব বলে দাও।" মহিম বলে—"আমি কি ক'রে বলব।" তারপর সে অচলাকে বলে—"অচলা—তুমি ত' আমার সঙ্গে পথ

চল্‌তে পারবেনা। অচলা বলে—"ওগো! তুমি আমার হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো, আমি তা হ'লে চল্‌তে পারবো।" তারপর তাহারা দুজনে পথ চলিতে লাগিল।

অচলা প্রশ্ন করে—"এ পথ কোথায় চলেছে?" মহিম বলে—"জানি না"

অচলা বলে "এ যাত্রা থামবে কখন?" মহিম বলে "জানি না"

অচলা বলে—"এ যাত্রা থামবে কি করে?" মহিম বলে "তাও জানিনা অচলা।"

তারা পথ চলিতে লাগিল।

* * * *
* * *
* *
*

গৃহদাহ

গান

১

কাজলা মেঘের দোলায় চ'ড়ি
তুফান আসে বুঝি।
সাঁঝের সুরুজ তাই কি ভয়ে
বুইলো নয়ন বুজি ?
ময়ূরপঙ্খী নায়ে চড়ে
সোনার বন্ধু ফিরে নি হায় আজো আমার ঘরে ;
(ঝড়ে) ঘাটের পিদ্দিম নিভ্‌লে বন্ধু পথ পাবে না খুঁজি।

*

২

আমার রাঙা বউ
(ও তার) মন ভুলানো রূপের ছটায়
সরমে চাঁদ মুখটী লুকায়
(ও তার) হিয়ার মাঝে লুকিয়ে আছে ফাগুন দিনের মউ।
আমার রাঙা বউ।

আমার কনে বউ
সদাই যে তার ভিরু হিয়া
লাজে মরে ডাক্‌লে প্রিয়া
তবু যে তার হিয়ায় ঘুমায় হাজার ফুলের মউ॥
আমার কনে বউ।

আমার রাঙা বউ
যে পথে সে দুলে চলে
ফুল ফোটে তার চরণ তলে
আমার চোখের আলো সে যে, বুকের মালার মউ॥
আমার রাঙা বউ।

আমার কনে বউ
কি দিব হায় মরি মরি
সাধ জাগে পায়ে লুটিয়ে পড়ি
সকল দিয়ে ভিখ্‌ মেগে লই প্রিয়ার হিয়ার মউ।
আমার কনে বউ।

*

৩

আমার দূরের বন্ধু আস্‌বে ব'লে
চোখে যে নিদ নাই,
ও তার আসার পথে ছড়িয়ে দিব
চান্দের গুঁড়া ভাই।

চম্পা ফুলের রেণু দিয়া
অঙ্গখানি মাজ্‌বে প্রিয়া
ওরে, সাধ জাগে মোর তারার মালায়
তাহারে সাজাই।

তার নয়নে নয়ন রাখি
কইবো তারে কাছে ডাকি'।
ওগো আমার চোখে মুখ দেখে নাও
আরসি তো আর নাই॥

*

৪

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া।
সই কেমনে ধরিব হিয়া॥
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমত করিল কে?
আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥

*

৫

ওরে বেভুল, ভুলের জালে আপনাকে আর বাঁধিস না রে,
কনক প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে রহিস কেন অন্ধকারে?

ভুলের মায়ায় ভুল করে তুই কাঁদাস যদি আপন জনে
সে বেদনা অনল হয়ে জল্‌বে যে তোর নিঠুর মনে?
হয়ত সেদিন তারে চেয়ে
নামবে বাদল নয়ন ছেয়ে
ফিরবে না আর তরণী তার তোর বিরহের আঁখিধারে॥

*

৬

মানুষ যে হায় ভুলে গেছে
চির মধুর ভালবাসা।
সুখের নীড়ে বিষ নাগিণী
তাই বেঁধেছে আপন বাসা॥

হায় উদাসী মনরে আমার
মানুষ যে তোর নহে আপন।
তাদের আলয় চল ছেড়ে চল
কোথায় আছে বিজন কানন?

সকল শুভদাতা যিনি
তোর ধেয়ানে রহুক তিনি।
তারি সাথে দুঃখে সুখে
চল্‌বে যে তোর কান্না হাসা॥

*

৭

(ও তুই) গান গেয়ে যা' আপন মনে
থাক পড়ে কাজ ঘরের কোণে।
নূতন ফাগুন এলো দ্বারে
বরণ ক'রে নেরে তারে
আজ কেন—লাজ অকারণে?

(আমার) মন ভ্রমরা পেয়েছে আজ ফুলের বনের পথ খুঁজি
(আজি) তার সুবাসে মন উদাসে যারে নয়ন চায় রোজই।
চাঁদ জাগে ঐ তারার সাথে
নিদ নাহি মোর নয়ন পাতে
(ওরে) ফিরে পাওয়া বন্ধু আমার হারিয়ে আবার যায় বুঝি॥

(ওগো) মিলন বাসরে মানের গরব নয়
যার প্রিয়-বঁধু ভাসে আঁখিনীরে
সে কি রে পাষাণী হয়।
যে গেছে কাঁদিয়া
এলো সে সাধিয়া
প্রেমের খেলায় হার মেনে সে যে লভিল পরম জয়॥

*

৮

বেলা শেষের পথিক ওগো পথের কাঁটা দেখ্‌ছ নাকি?
ঘর ছাড়ানি দূরের বাঁশি তোমারে বুঝি আনল ডাকি।
কত যে বাধা আঁধার ধাঁধাঁ
তুমি যে হায় ক্লান্ত আজি রয়েছে পথ আরো যে বাকি।

আছিল যে বা হিয়াতে তব
পেলে কি তারে ব্যথার সাথী
পথের কাঁটা কুসুম হলো
বিরহে জলে প্রেমের বাতি।

*

অজানা পথ কোথা যে শেষ—
কোথায় নব অরুণ-রেখা
চলার সুখে চলিছ আজি
পিছনে কাঁদে ধরণী একা।

* *
*

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নিউ থিয়েটার্সের তরফে, ১১৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ক্যালকাটা প্রিণ্টিং কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

1936

নিউ থিয়েটার্স লিঃ
১৭১ নং, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

"গৃহদাহ" চিত্রের ডিস্‌ট্রিবিউটার্স ঃ
অরোরা ফিল্ম্‌ করপোরেশন
১২৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা